অবৈধ অস্ত্রে আতঙ্ক

এখনো হদিস নেই পুলিশের লুট হওয়া ১ হাজার ৪০৫ অস্ত্র, আড়াই
লাখ গুলির
সহস্রাধিক লাইসেন্স করা অস্ত্রও অপরাধীদের হাতে, খুনাখুনি-দস্যুতায় থমথমে দেশ

নির্বাচনের আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে অপরাধজগৎ। তৎপর হয়ে উঠেছে আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভয়ংকর সন্ত্রাসী এবং তাদের সহযোগীরা। সীমান্ত পেরিয়ে আসা অবৈধ অস্ত্রে সারা দেশে বেড়েছে রক্তের খেলা। এক বছরেও হদিস নেই পুলিশের লুট হওয়া ১ হাজার ৪০৫টি অস্ত্র ও আড়াই লাখ গুলির।

বৈধ লাইসেন্সধারীদের জমা না দেওয়া ১ হাজার ৬৫৪টি অস্ত্রও এখন অবৈধ হয়ে অপরাধীদের হাতে।
রাজধানীর মহাখালীতে ১ আগস্ট রাতে গুলি করে জামাল হোসেন নামে এক যুবককে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। পরদিন দারুস সালামে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গুলি করে হত্যা করা হয় ইন্টারনেট ব্যবসায়ী তাহমিনা রহমানকে। এ দুই হত্যায় জড়িতরা শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সহযোগী- এমনটিই বলছেন তদন্ত সংশ্লিষ্টরা।

এলিট ফোর্স র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপস্) কর্নেল ইফতেখার আহমেদ বলেন, প্রয়োজনীয় সব কিছুই করছে র্যাব। অপরাধীকে আমরা অপরাধী হিসেবেই দেখি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচনকেন্দ্রিক সব প্রস্তুতিই আছে। এখনো নির্দেশনা পাইনি।

অবৈধ অস্ত্রধারী, চাঁদাবাজ এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন- থানা থেকে লুট হওয়া বেশির ভাগ অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। এসব ব্যবহৃত হচ্ছে হত্যা, হামলা, ছিনতাই, ভাঙচুর ও চাঁদাবাজির ঘটনায়। সীমান্ত পেরিয়ে আসছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ। চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং পতিত হাসিনা সরকারের মদতপুষ্ট অপরাধীদের কাছে যাচ্ছে এসব অস্ত্র।

একটি বিদেশি শক্তিও তাদের সহায়তা করছে। গত বছর সরকার পরিবর্তনের পর ৪৬০ থানা ও ১১৪ ফাঁড়ির পিস্তল, রাইফেল, এসএমজি, শটগানসহ ৫ হাজার ৭৫৩টি অস্ত্র ও ৬ লাখ ৫১ হাজার ৮৩২টি গুলি লুট হয়। গণভবন

সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবার সংঘর্ষ হয়।

৪ সেপ্টেম্বর গুলিতে মারা যান অটোরিকশাচালক সাদ্দাম হোসেন সনু। ২২ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে পরদিন সকাল পর্যন্ত চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও গোলাগুলি। এর মধ্যে চুয়া সেলিমের স্ত্রী নাগিন বেগম এবং ২৩ সেপ্টেম্বর চারকো ইরফান গুলিবিদ্ধ হন। ২৪ সেপ্টেম্বর গুলিবিদ্ধ সাগর চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল ভোরে মারা যান। তিনি পেশায় কসাই ছিলেন। ৩১ মে ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলিতে মারা যায় রাসেল নামের এক শিশু।

সূত্র : কালের কন্ঠ

মুজিবনগরে জুলাই পুনর্জাগরণে সমাজ গঠনে শপথ গ্রহন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে জুলাই পুনর্জাগরণে সমাজ গঠনে শপথ পাঠ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টার সময় উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা প্রশাসন, সমাজ সেবা কার্যালয় ও মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান এর সঞ্চালনায়, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সমাজ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা শপথ পাঠ করেন।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত থেকে শপথ বাক্য পাঠ করান উপদেষ্টা শারমিন এস. মুর্শিদ।

এরপর অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা, যেখানে বক্তারা সমাজ উন্নয়নে সচেতনতা, দায়িত্ববোধ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এসময় আরোও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন,উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা উপজেলা মহিলা বিষয়ক

কর্মকর্তা সেলিম রেজা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স,সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, আলোচনা সভা শেষে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানে প্রাণ ছড়িয়ে দেয়।

উপস্থিত বক্তারা বলেন, “এই ধরনের কর্মসূচি আগামী প্রজন্মকে দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

ঝিনাইদহ আইএইচটি’র পলাতক ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর কার্ত্তিক গোপালের চাকরী এখনো বহাল !

অর্ধশত ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন, রাসুল পাক (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি এবং মেয়েদের পর্দা নিয়ে বাজে মন্তব্য করা ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজির (আই.এইচ.টি) ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর ইসকন সদস্য কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাস এখনো চাকরিতে বহাল রয়েছেন।

গত ৫ আগষ্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের পর ভারতে পালিয়ে যাওয়া কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আদালতে একাধিক মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলেও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর তাকে চাকরীচ্যুত করতে পারেনি। এ নিয়ে ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে নতুন করে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে বলে নতুন করে আশংকা দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, ঢাকার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ও ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্বৈরাচারের দোসররা ইসকন সদস্য কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ফলে বিনা ছুটিতে প্রায় এক বছর কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলেও তার বিরুদ্ধে

কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। তিনি এখনো চাকুরীতে বহাল রয়েছেন।

আইএইচটি’র একটি সুত্র জানায় ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন ও ধর্ম অবমাননার অভিযোগ ওঠায় কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাস পালিয়ে যান। ২০২৪ সালের ২ সেপ্টম্বর তিনি অজ্ঞাত স্থান থেকে পদত্যগপত্র পাঠিয়ে ভারতে পালিয়ে যান। ওই বছরের ৫ সেপ্টেম্বর ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি’র ছাত্র নাইমুল হাসান মারুফ কার্ত্তিক গোপালকে একমাত্র আসামী করে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মামলা করেন, যার মামলা নং ঝিসিআর-৮০৯/২৪। মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক ফারুক আযম ঝিনাইদহ ডিবিকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

এদিকে বিষয়টি তদন্তের জন্য গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। ২০২৪ সালের ৩ সেপ্টম্বর পাঁচ পৃষ্ঠার একটি তদন্ত প্রতিবেদন ১৯৩৯ নং স্মারকে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর ও ইসকন সদস্য কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দোষ প্রমানিত হয়। এ খবর নিশ্চিত করেন আইএইচটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ রেজিনা আহম্মেদ।

এদিকে ২০২৫ সালের ১৪ মে ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর কার্ত্তিক গোপালের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করলেও এখনো তার কোন সন্ধানে পুলিশের দৃশ্যত কোন তৎপরতা নেই বলে মামলার বাদী অভিযোগ করেন।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাস ডেন্টালের ছাত্রীদের শহরের ব্যাপারীপাড়াস্থ তার চেম্বারে ডেকে এনে হাতে কলমে প্রশিক্ষনের নামে যৌন নির্যাতন চালাতেন। যৌন কর্মে লিপ্ত না হলে মৌখিক পরীক্ষায় ফেল ও লিখিত পরীক্ষায় কম মার্ক দিতেন। এভাবে লম্পট কার্ত্তিক গোপাল একাধিক ছাত্রীর সঙ্গে জোর করে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতেন।

তাছাড়া কার্তিক গোপাল ক্লাসে নারী শিক্ষার্থীদের পর্দা করার বিষয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে মানহানীকর বক্তব্য দিতেন। তিনি রাসুল পাক (সাঃ) ও আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে নিয়েও ক্লাসে কটুক্তি করতেন। হাসিনা ক্ষমতায় থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা কোন প্রতিবাদ করতে পারতেন না। লম্পট কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসের দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকায় গত ৫ আগষ্টের পর তিনি সহজেই ভারতের পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি’র অধ্যক্ষ ডাঃ রফিকুল ইসলাম জানান, বিষয়টি ঢাকার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরকে আগেই লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু ৫ আগষ্টের পর অফিসিয়ালি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এ কারণে হয়তো অধিদপ্তর এই চিঠি নাও পেতে পারে। তিনি জানান, কার্ত্তিকের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বিষয়টি উল্লেখ করে দ্রুতই অধিদপ্তরকে জানানো হবে।

ঢাকার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (শৃংখলা) ডাঃ মিছবাহ উদদীন আহমদ জানান, তার দপ্তর এ বিষয়ে কিছুই জানে না। নতুন করে তিনি ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি কর্তৃপক্ষকে আবার চিঠি দিতে পরামর্শ দেন।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক পেরেশান গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা গোয়েন্দা পুলিশের একটি টিম।

মঙ্গলবার রাতে ঢাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

পেরেশানের চাচাত ভাই রেজাউর রহমান নান্নু জানান, ঢাকা থেকে তাকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করেছে । তবে কোন মামলায় গ্রেফতার করেছে বা তাকে আদালত তোলা হয়েছে কিনা জানতে পারা যায়নি বলে তিনি জানান।

বাদিয়াপাড়া-মহাব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ বাণিজ্যর অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া মহব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক সভাপতি আব্দুর রশিদের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যসহ একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

এসকল অভিযোগ তুলে গ্রামবাসী গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগ পত্র দুটি মেহেরপুর প্রতিদিনেও পৌছানো হয়েছে।

অভিযোগে জানা গেছে, বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং সাবেক সভাপতি আব্দুর রশিদ যৌথভাবে ৫ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ দেন। নিয়োগের নামে প্রার্থীদের কাছ থেকে মোট ৩২ লক্ষ টাকা আদায় করা হয় উন্নয়ন ফান্ডের নামে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট কামরুন্নাহারের কাছে থেকে ১২ লাখ, নাইট গার্ড ওসমানের কাছে থেকে ১০ লাখ, মালি জাবির থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়েছেন। এছাড়া পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে প্রধান শিক্ষক নিজ বোনের ছেলের নিয়োগের বিনিময়ে ১৫ কাঠা জমি নিজের নামে লিখে নেন এবং সভাপতি তার নিজের ছেলেকে পিয়ন পদে নিয়োগ দিয়েছেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, স্কুলের নামে থাকা ১১টি দোকান থেকে নিয়মিত ভাড়া আদায় করা হলেও গত ১৫ বছরের কোনো হিসাব প্রদান করা হয়নি। এ বিষয়ে জবাবদিহি চাইলে প্রধান শিক্ষক ও সাবেক সভাপতি একে অপরকে দায় দিয়ে গড়িমসি করছেন। গ্রামবাসীরা অভিযোগের বিষয়ে দুদক ও উপজেলা প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে এসকল অনিয়মনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন।

তবে প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন মুকুল মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, শুনেছি আমার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করেছে। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, এগুলো ভুয়া তথ্য। বর্তমান এডহক কমিটি নিয়ে দ্বন্দ হওয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে এসকল অভিযোগ তোলা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

এঘটনায় পরের দিন চাঁন মিয়ার পিতা সাহেব আলী বাদি হয়ে জিআই তারে বিদ্যুৎ সংযোগকারি পুকুরের লিজ গ্রহীতা এলাকার প্রভাবশালী ঠিকাদার আব্দুল জলিল ও ঝাঝরি গ্রামের চিহ্নিত মাদককারবারি আব্বাস আলীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

এদিকে ঘটনার পর থেকে অবস্থা বেগতিক বুঝে জলিল ও আব্বাস গা ঢাকা দিয়েছেন। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন বলে জানাগেছে। এ হত্যা মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা দর্শনা থানার এসআই অনুজ কুমার বলেন, নিহত চাঁন মিয়ার পিতা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৩০৪ (ক) ধারায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। আসামীদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।

এদিকে গ্রামের একটি সূত্র জানিয়ে প্রভাবশালী ঠিকাদার আব্দুল জলিল বিষয়টি অর্থ দিয়ে মিমাংশা করার জন্য বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাপ শুরু করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ মিমাংশা করার দায়িত্ব নিয়ে গোপনে বাদি পক্ষকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন বলে জোর গুঞ্জণ শোনা যাচ্ছে।

তবে গ্রামবাসিদের জোরদাবি চাঁন মিয়া হত্যার বিষয়টি সঠিক তদন্ত পূর্বক পুলিশ যেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনিয় ব্যবস্থ গ্রহণ করেন।

মুজিবনগরে দিনব্যাপি কাব কার্নিভাল অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বী জনসেবা মূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং সমাজ ও দেশ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা ও সমাজের উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবক মূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে দিন ব্যাপি কাব কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল বাংলাদেশ স্কাউটস মুজিবনগর উপজেলার আয়োজনে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রোগ্রাম বিভাগের ব্যবস্থাপনায়, ভবরপাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপি কাব

কার্নিভাল মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী ও স্কাউটস এর সভাপতি পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্কাউটস পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, স্কাউটস এর সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, স্কাউটস কমিশনার রুথ ছবি বিশ্বাস, ক্যাশিয়ার গোলাম ফারুক, কাব লিডার শাজাহান শেখ, স্কাউটস লিডার মফিজুর রহমান সহ উপজেলা ৩০ টি স্কুল এর ১৮০ জন শীক্ষার্থী, ৩০ জন ইউনিট লিডার এবং ৮ জন কর্মকর্তা ৮ জন সেচ্ছাসেবক এবং ১৫ জন অতিথি উপস্হিত ছিলেন, ডিম ব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা মূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ক্যাম্প ফায়ারের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় দিন ব্যাপি কাব কার্নিভাল।

দর্শনা ট্রাক ও ট্র্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনকে ঘিরে প্রচারনা

আগামী ১১জুন চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ জেলা ট্রাক ও ট্র্যাংকলরী দর্শনা শাখার শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক প্রচারনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে নিবার্চন কমিটি নিবার্নের তারিখ ও চুড়ান্ত ভোটার তালিকা সম্পুর্ন করেছে। ১৩টি পদের অনুকুলে ২২ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন।

এরা হলেন, সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থী হলেন, ট্রাক ড্রাইভার সাইফুল ইসলাম (বাই-সাইকেল), ইসমাইল হোসেন (হাতুড়ি) ও মোতালেব হোসেন (টায়ার) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

সহ-সভাপতি পদে ৩জন প্রার্থী হলেন, হুমায়ন কবীর (মাছ), কাজল আহম্মেদ আব্বাস(দেয়ালঘড়ি) ও মোশারেফ জোয়াদ্দার্র (হাতি) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সাধারণ সম্পাদক পদেও ২ জন প্রার্থী ভোট

যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন, এরা হলেন, আবু সাঈদ (ট্রাক) মোঃ শাহাজাহান (আনারস) মুজিবুল আলম (কুঁড়েঘর) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যুগ্ম সম্পাদক পদে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরা আবু সাঈদ (রিক্র) ও ইকবাল হোসেন শিপন দোয়াত কলম) মাকার্ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সহ-সম্পাদক পদে ২জন প্রার্থী রয়েছেন। এরা হলেন, আনারুল ইসলাম (মই) ও মোঃ আসলাম (ফুটবল) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ২ জন হলেন, ফিরোজ আলী মোটর সাইকেল) ও আব্দুল জলিল গোলাপফুল) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রচার সম্পাদক পদে ১ জন সানোয়ার হোসেন (মাইক) মার্ক নিয়ে ভোটে অংশ নেয়। তবে এর বিপরীতে কোন প্রার্থী না থাকায় বে-সরকারী ভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে ২জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, এরা হলেন, শ্রী পার্থ প্রতিম শিকদার (মোবাইল) ও ফেরদৌস হোসেন (কলস) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এছাড়া কার্যকরী সদস্য পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় ৪ জন কার্যকরী সদস্য পদে শাহিন আলম (রকি) (মোরগ), সাহেব আলী(হুইলরেঞ্জ), জীবন হোসেন (টুপি) ও নাজমুল হোসেন (টিওবয়েল) মার্কা নিয়ে ভোটে অংশ নিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন বলে জানান, প্রধান নিবার্চন কমিশনার আনোয়ার হোসেন ও নিবার্চন কমিশনার সদস্য হাজী লিটন ও আব্দুল লতিফ।

মেহেরপুরে মাঠে কাজ করতে গিয়ে মোটরসাইকেল চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার শহরতলির কুলবেড়ি রোড এলাকা থেকে এক ব্যক্তির লাল-কালো রং এর পালসার ১৫০ সিসি মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে।

এবিষয়ে ভুক্তভোগী মোঃ বাবুর আলী (৫৫) মেহেরপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকেল আনুমানিক ৪ টার দিকে ওই গ্রামের মাঠ থেকে এ

মোটরসাইকেলটি চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা।

বাবুর আলী জানান, তিনি আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার মোটরসাইকেলের কোনো খোঁজ পাননি। ধারণা করা হচ্ছে, বিকাল ৪:৩০ থেকে ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তার মেহেরপুর-হ-১২-১০০০ মোটরসাইকেলটি চুরি করে নিয়ে গেছে।

এ ঘটনায় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে এবং পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

‘প্লাস্টিক দুষন আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

পরিবেশ দুষণ বন্ধ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের দাবীতে রোববার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে সনাক ও টিআইবি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে পরিবেশবিদ, মানবাধিকার কর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় বক্তব্য রাখেন সনাক ও টিআইবির ঝিনাইদহের সভাপতি এম সাইফুল মাবুদ, সদস্য এন এম শাহজালাল, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু, সনাক সদস্য নাসরিন ইসলাম, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান, উই এর পরিচালক শরিফা খাতুন। কর্মসূচীতে ধারনাপত্র পাঠ করেন ইয়েস সদস্য মাহজারুল ইসলাম। পরিচালনা করেন সনাকের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর হুমায়ন কবির।

সেসময় বক্তারা, প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ানো, বিকল্প পরিবেশবান্ধব পণ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণের কারণে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য

হুমকিস্বরূপ। তাই এখনই সময় পরিবেশ রক্ষায় একযোগে কাজ করার।